দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 11 8 DEC 2016
পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৫

লক্ষ্মীপুরে ১৩৮ গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই!

■ এম এ মালেক, লক্ষ্মীপুর প্রতিনিধি

লক্ষ্মীপুরের রামগতি, কমলনগর, রায়পুর, রামগঞ্জ ও লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলার ১৩৮টি গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই। গ্রামগুলোতে প্রাথমিক বিদ্যালয় না থাকায় শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত হচ্ছে অধিকাংশ শিশু। অপরদিকে, যেসব শিশু বিদ্যালয়ে পড়তে আগ্রহী, তারাও বিদ্যালয় দূরে হওয়ায় প্রতিদিন স্কুলে যেতে চায় না। বিদ্যালয়ে যাতায়াতের দূরত্ব বেশি হওয়ায় অভিভাবকরা তাদের ছেলে-মেয়েদের স্কুলে পাঠিয়ে চিন্তাগ্রস্ত থাকেন। তাই প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গ্রামগুলোতে বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য সরকারের কাছে আবেদন জানিয়েছেন অভিভাবকেরা।

রামগতি উপজেলা সহকারী শিক্ষা অফিসার মজিবুর রহমান বলেন, 'উপজেলার ৫টি গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই। গ্রাম গুলো হচ্ছে— সবুজ গ্রাম, দক্ষিণ টুমচর, মাইন উদ্দিন সমাজ, পূর্ব তেলিয়ার চর ও পশ্চিম তেলিয়ার চর। এ সব গ্রামের তালিকা করে কর্তৃপক্ষের কাছে প্রেরণ করা হয়েছে।'

কমলনগর উপজেলা ভারপ্রাপ্ত প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার এ টি এম এহছানুল হক চৌধুরী বলেন, 'উপজেলার ১৪টি গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয় না থাকার তালিকা তৈরি করা হয়েছে। গ্রামগুলো হলো— চরপাগলা তালিম পাড়া, চরকাদিরা আশ্রয়ণ, ইসমাইলপাড়া, দক্ষিণ চরফলকন, পশ্চিম চরফলকন ছিদ্দিক মাষ্টারপাড়া, দক্ষিণ-পূর্ব চরবসু, চরঠিকা মোল্লাপাড়া, দক্ষিণ-পশ্চিম চরপাগলা, কাদির পণ্ডিতের হাট, দক্ষিণ চরমার্টিন মাওলানাপাড়া, পূর্ব ফলকন উপকূলীয় গ্রাম, উত্তর চরজাঙ্গালিয়া মাষ্টারপাড়া ও রসুলপুর।'

রায়পুর উপজেলা ভারপ্রাপ্ত প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার ফাতেমা ফেরদৌস, রামগঞ্জ উপজেলা সহকারী প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার মো. মঈনুল ইসলাম ও লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলা সহকারী শিক্ষা অফিসার হুমায়ুন কবির জানান— এই তিনটি উপজেলায় ১১৯টি বিদ্যালয়বিহীন গ্রামের তালিকা তৈরি করা হচ্ছে।

জেলা শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা গেছে— বিদ্যালয়বিহীন গ্রামে '১৫০০টি বিদ্যালয় স্থাপন প্রকল্প' হাতে নিয়েছে সরকার। এ প্রকল্পের আওতায় যেসব গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই, ওইসব গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হবে। এ ব্যাপারে প্রত্যেক উপজেলা থেকে তালিকা তৈরি করে কর্তৃপক্ষ বরাবর প্রেরণ করা হচ্ছে।

লক্ষ্মীপুর জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার আবদুল আজিজ বলেন, 'লক্ষ্মীপুরের ৫টি উপজেলা ১৩৮টি গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই। যেসব গ্রামে দুই কিলোমিটারের মধ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই, দুই হাজারের বেশি জনসংখ্যা আছে এবং স্থানীয়রা বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য জমিদান করতে আগ্রহী— ওইসব গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হবে। এর আগে ২০১৫ সালে জেলায় বিদ্যালয়বিহীন ১৩টি গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে।'